সংবাদ

তারিখ ..04 DEC 2016...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৩...

খুলনার সারোয়ার খান ডিগ্রি কলেজ

জাতীয়করণের নামে ৩৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

প্রতিনিধি, খুলনা

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার সেনহাটি গ্রামের আলহাজ সারোয়ার খান ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণের নামে প্রায় ৩৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছ থেকে এ টাকা নেয়া হয়েছে। এলাকার সচেতন নাগরিক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারসহ কয়েকটি সরকারি দফতরে পাঠানো এক অভিযোগলিপিতে এ সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করেছেন।

কলেজের শিক্ষকদের সূত্রে জানা যায়, নগরীর দৌলতপুরের রূপালী ব্যাংক থেকে ২০১৫ সালের ১০ আগস্ট কলেজের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৩৪ লাখ টাকা উঠানোসহ প্রায় ৩৫ লাখ টাকা কলেজ জাতীয়করণের জন্য উঠানো হয়েছিল। এসব টাকা কলেজ জাতীয়করণের জন্য খরচ করার কথা থাকলেও এ কলেজটি জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত হয়নি। যে কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে শিক্ষকরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে টাকা ফেরত চান। খুব দ্রুত এ টাকা ফেরত দেয়ার আশ্বাস দেয়া হলেও বাস্তবায়ন হয়নি।

কলেজটির অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং ম্যানেজিং কমিটির দুই সদস্যসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে এ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করা হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একাধিক শিক্ষক জানান, স্থানীয় সংসদ সদস্য মোস্তফা রশিদী সুজা কলেজ কমিটির সভাপতি এবং ম্যানেজিং কমিটিতে তার আস্থাভাজন লোক থাকায় অনেকেই মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। তারা দাবি করেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে যে চিঠিগুলো পাঠানো হয়েছে তার সঠিক তদন্ত হলেই ঘটনার সত্যতা পাওয়া যাবে। বিশেষ করে দুদক এ ব্যাপারে এগিয়ে এলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

শিক্ষকরা জানান, সরকারিকরণ করতে টাকা প্রয়োজন হয়। তাই সবাই মিলে আমরা টাকা দিয়েছি। কলেজ সরকারিকরণের দাবিতে প্রথম কিস্তিতে ২০১৬ সালের জুন মাসে এমপিওভুক্ত ৫৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ২১ লাখ ৪০ হাজার এবং ১৯ শিক্ষকের কাছ থেকে (যাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই) ১০ লাখ এবং অন্যান্য খরচ বাবদ প্রায় ৩৫ লাখ টাকা ১ম কিস্তিতে উঠানো হয়। এরপর কলেজটি সরকারিকরণ না হওয়ায় পরবর্তীতে আবারও সব শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে ২য় কিস্তিতে প্রায় ৩২ লাখ টাকা উঠানো হয়েছিল। দ্বিতীয় কিস্তির টাকার বেশিরভাগ ফেরত দেয়া হলেও ১ম কিস্তির টাকা ফেরত দেয়া হয়নি বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন।

কলেজ অধ্যক্ষ এএসএম সাইফুদ্দোহা জানান, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা উঠানো হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। সরকারিকরণের জন্য কোন টাকা নেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, কিছু বলতেও পারব না। এগুলো ভিত্তিহীন। দিঘলিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মাহফুজুর রহমান বলেন, সরকারিকরণের দাবিতে টাকা লুটের একটি অভিযোগপত্র পেয়েছি। এটা এলাকায় ওপেন সিক্রেট। তবে যেসব শিক্ষক টাকা দিয়েছেন তারা মুখ না খুললে তদন্তে এগোনো যাবে না।